মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও হাল-নাগাদ তথ্য

ইসলামে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের মসজিদগুলোতে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানচর্চার তেমন কোনো সুযোগ না থাকায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় মসজিদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে "মসজিদ পাঠাগার" অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এ কথা বিবেচনায় রেখেই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৭৮ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৯৭৮ সালের জুলাই হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশের সর্বত্র সর্বমোট ৩২৭৪২ টি নতুন পাঠাগার স্থাপন, ২০৪২৫টি বিদ্যমান পাঠাগারে পুস্তক পুনঃসংযোজন, ৬৪টি জেলায় একটি করে মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং ৪৭৭ টি উপজেলায় ৪৭৭টি উপজেলা মডেল পাঠাগার স্থাপন করা হয়। পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ১১৩৫০টি আলমারী মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল স্থাপিত পাঠাগারে সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২৭৪২ টি (১৯৭৮-৮০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) পাঠাগারে প্রদত্ত পবিত্র কোরআনের তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থ, নবী রাসুলগণের জীবনী, সাহাবা আজমাইনগণের জীবনী, শিশু-কিশোরদের উপযোগী ইসলামী পুস্তক, যৌতুক বিরোধী পুস্তক, মাদক বিরোধী পুস্তকসহ বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ ও তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছে।

মসজিদ পাঠাগার আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পে অধিকতর সুবিধা সম্পন্ন পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত জেলা ও উপজেলা মডেল পাঠাগার শুধু পুস্তক পাঠের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই কাজ করে নাই, উপরন্তু জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত পাঠক সমাবেশ আয়োজন করা হবে। সরকারের চলমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে সহজেই পৌছাতে জেলা মডেল লাইব্রেরীয়ান ও উপজেলা লাইব্রেরীয়ান বাস্তবায়ন করে আসছিলেন। ভবিষ্যতে মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পকে আরো জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্ম প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে।

মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

বর্তমানে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদী মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯৯০.৮১ (উনত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ একাশি হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে :

- দেশের মুসলিম জনগণের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন, পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠেনের লক্ষ্যে নতুন পাঠাগার স্থাপন করা;
- বিদ্যমান পাঠাগারে পাঠ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে নতুন নতুন পুস্তক সংযোজন করা;
- নতুন-পুরাতন সকল মসজিদ পাঠাগারের কার্যক্রম সচল রাখার নিমিত্ত পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা;
- পাঠাগার পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য মসজিদ কমিটির সদস্যদের পাঠাগার পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত করা ।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা :

- দেশের সকল উপজেলার ৫০০০টি মসজিদে পুস্তক ও আলমারী সরবরাহের মাধ্যমে নতুন সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পাঠগার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- পাঠক চাহিদা বিবেচনায় ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ২৫০০টি মসজিদ পাঠাগারে (সাধারণ) পুস্তক সংযোজন করা;
- পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৩৩,৭৪২টি পাঠাগারের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ৫৬০ জন মডেল কেয়ারটেকারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মসজিদ কমিটির সদস্যদের মাঝে পাঠাগার পরিচালনাসহ ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- পাঠাগার উন্নয়ন ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ও নতুন মোট ৩৮,৭৪২টি (চলমান ৩৩,৭৪২টি + প্রস্তাবিত ৫০০০টি) পাঠাগারে পাঠক ফোরাম গঠন করা।